সংবাদ

তারিখ ... 12 JAN 2012
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ৪

চাকরিবিধি লঙ্ঘন করে শিক্ষা ভবনে বিক্ষোভ

শাস্তি পাচ্ছে অর্ধশত কর্মকর্তা

● আজ ১৭ জনকে তলব করা হচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

চাকরিবিধি-১৯৭৯ লঙ্ঘন করে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ করে শাস্তির সম্মুখীন হচ্ছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) প্রায় অর্ধশত কর্মকর্তা। এর মধ্যে মঙ্গলবার দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৭ কর্মকর্তাকে চিঠি দিয়ে আজ তলব করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এছাড়া পরোক্ষভাবে বিক্ষোভে ইন্ধন জোগানো এবং ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী (মাস্টারমাইন্ড) হিসেবে আরও কয়েকজন কর্মকর্তাকে চিহ্নিত করেছে একটি গোয়েন্দা সংস্থা। তাদের আমলনামা, ছাত্রজীবনে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা এবং কাদের ডিও লেটারের ভিত্তিতে মাউশি'তে পদায়ন পেয়েছেন তাও খতিয়ে দেখছে গোয়েন্দারা। এ অবস্থায় চরম আতঙ্কে আছেন শিক্ষা ভবনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। স্থবির হয়ে পড়ছে স্বাভাবিক কার্যক্রম। বিক্ষোভকারীদের সবাই এখন নিজেদের কৃতকর্মের জন্য সংশ্লিষ্টদের কাছে অনুসূচনা ব্যক্ত করছেন।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, কর্মকর্তা ড. রেহেনা খাতুনের একটি ভুয়া অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে মাউশির বিএনপি-জামায়াতপন্থি কয়েকজন কর্মকর্তা গত ৫ জানুয়ারি শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ করে সংস্থার পরিচালক মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর আবুল কাসেম মিঞার বিচার দাবি করেন। পরে ওইদিনই শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবুল কাসেমকে ওএসডি করে এবং মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসএম গোলাম ফারুকের নেতৃত্বে দু'সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে।

তদন্ত কাজে সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানায়, অতিরিক্ত সচিব গোলাম ফারুক এবং তদন্ত কমিটির সদস্য উপসচিব আহসানুল হকবার গতকাল মাউশি'তে দীর্ঘ সময় তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন এবং অভিযোগের বিষয়ে কয়েকজন'কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন; তবে সবাই ড. রেহেনা খাতুনের অভিযোগকে তাহা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। গতকাল তদন্ত কর্মকর্তাদের জেরার মুখে অভিযোগকারী কর্মকর্তা ড. রেহেনা খাতুন এক পর্যায়ে আবেগপ্রবণ হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এছাড়া বিক্ষোভে অংশ নেয়া কয়েকজন কর্মকর্তা গতকাল সংবাদ'কে জানান, মূলত একটি শিক্ষক সংগঠনের চাপে তারা বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন। মূল হোতা চিহ্নিত : গোয়েন্দা সূত্র জানায়, পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা ভবনে নৈরাজ্য সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা রাখেন একটি শিক্ষক সংগঠনের এক শীর্ষস্থানীয় নেতা। তখন বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে উসকানিমূলক বক্তব্য রাখেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সহ-সভাপতি মাসুমে রাব্বানী। এর আগে

শাস্তি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

শাস্তি : পাচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ বিক্ষোভ সংগঠিত করেন মাউশির সহকারী পরিচালক সৈয়দ জাফর আলী, এইচআরএম প্রকল্পের গবেষণা কর্মকর্তা রওশন ও সহকারী পরিচালক এএইচ ইউসুফ, পরিকল্পনা শাখার গবেষণা কর্মকর্তা তারান্নী কামাল, পিএমকিউ প্রকল্পের গবেষণা কর্মকর্তা মৌসুমী সুলতানা এবং এসিআর শাখার সায়মা আক্তার। এছাড়া এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কর্মকর্তাকেও বুঝছে গোয়েন্দারা।

তদন্ত কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা গতকাল সংবাদ'কে জানান, তদন্ত প্রতিবেদন নিজেদের অনুকূলে নেয়ার জন্য মরিয়া তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে একটি শিক্ষক সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় এক নেতা এবং কথিত অভিযোগকারী ড. রেহেনার খাতুনের স্বামী (র‍্যাংগস গ্রুপের কর্মকর্তা)। তারা নানাভাবে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। মাউশির কয়েকজন কর্মকর্তা গতকাল রেহেনা খাতুনের বিভিন্ন অনিয়ম ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি লিখিতভাবে তদন্ত কমিটির কাছে জমা দিয়েছেন বলেও ওই কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

তদন্ত কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা আরও জানিয়েছেন, চাকরিবিধি লঙ্ঘন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে যারা শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ করেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ থাকবে তদন্ত প্রতিবেদনে। এর মধ্যে যারা শিক্ষা ভবনে কর্মরত আছেন প্রাথমিকভাবে তাদের ঢাকার বাইরে বদলির সুপারিশ থাকবে।